R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী ২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৩৭শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১লা শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৭ সাল।
১৮ই জুলাই, ১৯৯০ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০/-

পৌর উন্নয়ন কমিটি সি পি এমের হামলা প্রতিরোধে আহ্বান জানালেন

ধুলিয়ান : পুর নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি, ক্ষিপ্ত সি পি এম দলের স্থানীয় পুর শহরে হামলা চালানোর অভিযোগ এনেছেন পৌর উন্নয়ন কমিটি। এই কমিটি গত ১৫ জুলাই জৈন কলোনী মোড়ে এক জনসভায় নতুন চেয়ারম্যান ডি এস পির তরুণ সেন, উপ পুরপতি ফঃ ব্লকের অশোক সিংহ এবং কংগ্রেস ও বি জে পির নতুন কমিশনারদের সি পি এম বিরোধী বোর্ড গড়ার পরিপ্রেক্ষিতে জন সম্বর্দ্ধনা জানায়। সভা আরম্ভ হবার পূর্বে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে হর্ষোৎফুল্ল মানুষ সভাস্থলে এসে পৌঁছান। নতুন পৌরপিতা ও তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসা কংগ্রেস, বি জে পি এবং ফঃ ব্লকের উপ-পৌরপতি জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেন—তাঁদের প্রথম কাজ হবে গত বোর্ডে উপেক্ষিত অসমাপ্ত কাজগুলিকে সমাপ্ত করা এবং জনগণের স্বার্থে দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ পুরপ্রশাসন গড়ে তোলা। তাঁরা আরো বলেন, পুর শাসনে কোন প্রকার দলীয় শোষণ বা স্বজনপোষণ তাঁরা হতে দেবেন না। জনগণের আস্থা অর্জনই হবে তাঁদের প্রথম কাজ। কংগ্রেসের সদাগর আলি বলেন—সি পি এম বোর্ড দখল করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে আমাদের গালাগালি করছে এবং এই আঁতাতকে অশুভ আঁতাত বলে অভিহিত করেছে। তরুণ সেনকে তারা দলত্যাগী বলে গালাগালি দিচ্ছে। কিন্তু ধুলিয়ানের নাগরিকরা তরুণ সেনের এই সাহসিকতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সি পি এম বোর্ড গত চার বছরে সরকারের দেওয়া ৪৭ ঌ টাকা পয়সা নিয়েছে। মধ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খেয়ে নিয়েছে, জনগণের কোন কাজই করেনি। উপরন্তু গত ৫ জুলাই তারা নতুন বোর্ডের বিরুদ্ধে সভা করে বিষোদ্গার করেছে। সভায় তারা বলছে তারা নাকি নতুন বোর্ডের হাতে ৩০ লক্ষ টাকা রেখে গেল। কিন্তু হিসাবে দেখা (শেষ পৃষ্ঠায়)

অসামাজিক কাজ রুখতে পুলিশী তৎপরতা তিন জুয়ারী গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ: গত ১২ জুলাই রাত্রে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে স্থানীয় গোডাউন কলোনীতে হানা দিয়ে পুলিশ তিনজন জুয়ারীকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। এদের নাম তপন চন্দ্র, বাবলু হালদার ও ভবেশ হালদার। পুলিশের কাছে তপনের বাড়ীর লোকে অভিযোগ করেন যে, সে বাড়ীর জিনিষপত্র বিক্রি করে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে দিল্লি পালায়। জুয়োতে সব খুইয়ে তপন আবার এখানে ফিরে আসে। তাঁরা পুলিশকে জানান তপনকে সংশোধনের জন্য পুলিশ আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিলে তাঁরা খুশি হবেন। পুলিশ সূত্রে আরো জানা যায় বেশ কিছুদিন ধরে ম্যাকেঞ্জী ও গোডাউন কলোনীতে চুরি বেড়ে যাওয়ায় জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। হাসপাতাল থেকে ম্যাকেঞ্জী পার্ক পর্যন্ত রাস্তার ধারে পুরসভার খাস জমি দখল করে যে সব দোকানপাট গড়ে উঠেছে তাদের সম্বন্ধেও বহু অভিযোগ পাওয়ায় পুলিশ সম্প্রতি কিছু দোকানে হানা দিয়ে ২০০ বোতল বেআইনী মদ (চুল্লু) সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। সদরঘাট এলাকাতেও মদ খেয়ে মাতলামির অভিযোগ (শেষ পৃষ্ঠায়)

চিনির বস্তা চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

জঙ্গিপুর : গত ৯ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দরা গ্রামের সুবোধ মণ্ডলের চোরা গুদামে চিনি ষ্টাগ করার সময় পা পিছলিয়ে একটি শ্রমিক বস্তা চাপা পড়ে। খবর ঘটনার দিন বৃষ্টির জলে রাস্তা পিছল হয়ে ছিল। বিকালে ভ্যান থেকে চিনির বস্তা গুদামে তোলার সময় লক্ষীনদিয়াড়ের যদু মণ্ডলের ছেলে সুনীল মণ্ডল (২৪) পা হড়কে পড়ে যায় ও চিনির বস্তার নিচে চাপা পড়ে আহত হয়। তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখান থেকে বহরমপুর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে ১১ জুলাই সেখানে মারা যায়

গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা নির্ম্মাণ

সাগরদীঘি : স্থানীয় থানার গোবর্দ্ধনডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আলিপালি গ্রাম থেকে আজমগঞ্জ পর্যন্ত একটি গ্রাম্য রাস্তা বহুকাল আগে ছিল। সেটেলমেন্টের ম্যাপে ঐ রাস্তার অস্তিত্ব থাকলেও আশপাশের গ্রামবাসীরা রাস্তা বেদখল করে চাষ করছেন বলে খবর। ফঃ ব্লক কর্মীদের অভিযোগ বেদখলকারীরা সকলেই (শেষ পৃষ্ঠায়)

খেলার গুলি থেকে গোলা আহত ১

জঙ্গিপুর : গত ৯ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামের নামুপাড়ায় ছোট ছেলেদের মধ্যে গুলি খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারি বাধে। পরে ছেলেদের অভিভাবকরা এই গোলমালে জড়িয়ে পড়লে অবস্থা চরমে উঠে। কয়েকটি বোমাও নিক্ষিপ্ত হয় বলে জানা যায়। গ্রামের শ্রীপতি ঘোষের লোকজন তারাপদ ঘোষের (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা-বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা শ্রাবণ বুধবার ১৩৯৭ সাল

নবগঠিত পুরবোর্ডকে

জঙ্গিপুর পুরবোর্ড গঠিত হইয়াছে। বামফ্রন্ট্র পক্ষে নয় জন সদস্য বোর্ড গঠন করিলেন। কংগ্রেস (ই) দলের পাঁচজন সদস্য এবং একজন নির্দল সদস্য আপাতত বিরোধী পক্ষ রহিয়া গেলেন। ফলে জঙ্গিপুর পুরবোর্ডে বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতা দখল করিয়াছেন। উল্লেখিত নির্দল সদস্য বলিয়াছেন যে, তিনি দলের বাহিরে থাকিলেই ভালোভাবে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন। প্রয়োজন-বোধে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য অথবা পুরবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য পুরবোর্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে পারিবেন, সমা-লোচনা করিতে পারিবেন ও জনগণের স্বার্থে তাঁহাদের সহযোগিতা চাহিতে পারিবেন। নির্দিষ্ট কোন দলকে সমর্থন করিলে এই সমস্ত কাজে তিনি অসুবিধাতে পড়িতে পারেন। আমরা তাঁহার এই মনোভাবকে স্বাগত জানাইতেছি এবং পুরবাসীদের স্বার্থ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টায় আমরা সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

কেননা, বিগত ১৯৮১ সাল হইতে এতাবৎকাল পুরবাসীদের স্বার্থ একরকম উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের বিবিধ সমস্যা রহিয়াছে। সেই সব সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার মত মনোভাব হয়ত আগে ছিল না; থাকিলে সার্বিকভাবে না হউক সমস্যাগুলির আংশিক সমাধান হইত।

শহরের রাস্তার কথা প্রথমেই আসিয়া পড়ে। খুব অচল হইয়া না পড়িলে রাস্তা সংস্কার হয় না। হইলেও তাহা কয়েক দিন পরে খারাপ হইতে থাকে। রাস্তা মেরামতের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকে, তাঁহাদের কাজের উৎকর্ষ যাচাইয়ের প্রয়োজন, অর্থ-বরাদ্দের সহিত কাজের গুণগত দিকের সামঞ্জস্য থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা এখনও চালু হইল না। ইহা খুবই দুঃখের ব্যাপার বলিতে হইবে। এখানকার তহবাজার-রাস্তায় পসারী বসেন আর ক্রেতাদের ভীড় হয়। ফলে রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ বাড়ীর লোকজন সাংসারিক প্রয়োজনে বাড়ী হইতে রাস্তায় নামিতে পারেন না, পথচলা দূরের কথা। সুপার মার্কেট কিছুদিন পূর্বে কোরামিন দ্বারা কিঞ্চিৎ সজীব হইয়াছিল, পুনরায় তাহা ধুঁকিতেছে। জলনিকাশী ব্যবস্থা সর্বত্র থাকা খুবই প্রয়োজন। পথঘাটের পরিচ্ছন্নতায় যেন ব্যত্যয় না ঘটে তাহা দেখা দরকার। পরি-বেশকে দূষণমুক্ত করিতে হইবে। ফেরীঘাট-মাঝি ও রিক্সাচালকদের দ্বারা জনগণ যেন অসুবিধা ভোগ না করেন, তাহা দেখিতে হইবে।

এখানকার নবগঠিত পুরবোর্ড যখন নিরুদ্বেগে গঠিত হইয়াছে, তখন বোর্ডের কর্মোদ্যোগ দ্বারা পুরবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিক যাহাতে বিঘ্নিত না হয় তাহার দায়িত্ব পুর-বোর্ড দখলকার ফ্রন্টদলেরই। বিরোধীরাও জনস্বার্থে আগাইয়া আসিবেন, আমরা এই আশা করিতেছি।

বিশ্বকাপ ফুটবল ১৯৯০

ক্রীড়া সাংবাদিক : অবশেষে ক্লান্ত ভগবানও অক্ষম হোল ভাগ্যবানের (মারাদোনা) বোঝা টানতে। চার বছর আগের বিশ্বকাপের সুপারষ্টার মারাদোনার হাতে ভর করে তার ভাগ্যের বোঝা টানতে শুরু করেছিল ভগবান। এবারের আসরে শুধু হাত নয়, আর্জেন্টিনা তথা মারাদোনার সমগ্র শরীরে ভর করেছিল ভগবান। তা না হলে গ্রুপ লীগের মাত্র একটি খেলায় জিতে, ক্যামারুনের মতন ফুটবলের ভূগোলে অখ্যাত একটি টিমের কাছে হেরে চারটি দলের মধ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করে নক-আউট পর্যায়ে যেতে হোল গতবারের চ্যাম্পিয়নকে। এবং আবার ভগবানের হাত দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বল থামিয়ে। নকআউটের প্রথম খেলায় ব্রাজিলের ছন্দময় শিল্পের ছোঁয়া লাগানো ফুটবলের প্রতিটি বিভাগের ক্রীড়া শৈলীর কাছে পর্যুদস্ত হয়েও সেই ভগবানের ভর করা পায়ের একটি পাশে পরাজিত হোল ব্রাজিল। পরের প্রতিদ্বন্দ্বী যুগোশ্লাভিয়া। এই খেলায় পৃথিবীর সমস্ত ক্রীড়ামোদী এক-রাশ বিস্ময়ে দেখলো টাইব্রেকারে গোল দিতে ব্যর্থ হোল মারাদোনা। কিন্তু সবার অলক্ষে ভগবান বোধ হয় তুলে নিল ব্যর্থ মারাদোনার আরো ভারী বোঝা। হেরে গেল যুগোশ্লাভিয়া। সেমিফাইনালে আয়োজক দেশ ইতালী। এই একটি মাত্র খেলায় আর্জেন্টিনা উন্নত ফুটবল খেলে টাই-ব্রেকারে হারিয়ে ফাইনালে উঠল।

অপর দিকে ফাইনালে এলো পশ্চিম জার্মানি গ্রুপ লীগের তিনটি খেলায় পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষ স্থান লাভ করার পর নকআউটে নেদারল্যাণ্ড (হল্যাণ্ড), চেকোশ্লোভিয়া ও ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে।

ফাইনালের আগেই বোধহয় ভগবানের মাথার বোঝাটা ক্রমশ কাঁপতে থাকে, তা না হলে ফাইনালে আর্জেন্টিনার দুই নির্ভরযোগ্য সৈনিক গুস্তি ও ক্যানিজাকে মাঠের বাইরে থাকতে হয় লাল ও হলুদ কার্ড দেখার অপরাধে। ফাইনালে জার্মানির প্রাধান্য সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবুও তাদের জিততে হোল পেনাল্টির গোলে। আর্জেন্টিনাকে খেলতে হোল একজন ও কিছু সময় দু'জনকে মাঠের বাইরে রেখে—লাল কার্ড দেখার সুবাদে। এই ভাবেই ভগবান বোধহয় জার্সি বদল করলো সেদিন।

অন্ধ সমর্থন আর আবেগের স্রোতে মর্মাহত হোল হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু সত্য চিরকালই সত্য, সেখানে আবেগের কোন স্থান নেই। নির্ভুল পরিকল্পনা ও তার সঠিক প্রয়োগই আধুনিক ফুটবলে জয়লাভের চাবিকাঠি। বেকেনবাওয়ারের জার্মানি এই চাবিটিই খুব সুন্দর ভাবে ঘুরিয়েছে বিলার্দোর আর্জেন্টিনার তালায়। ফলশ্রুতিতে অসাধারণ মারাদোনা পরিণত হোল সাধারণে। দু'একটি দৃষ্টি নন্দন থ্রু দেওয়া ছাড়া একটি খেলাতেও নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি মারাদোনা। আসলে সব দলই মোটামুটি একটি পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিল তাকে আটকাতে। তা হোল মারাদোনাকে খেলতে বেশী জায়গা না দেওয়া, কারণ বড় জায়গায় অসাধারণ খেলে। তাই সব সময় বিপক্ষ দল চেষ্টা করেছে একজনকে ক্লোজ মার্কিং-এ রেখে মারাদোনার পায়ে বল এলেই পাশ থেকে দু জনে ফাঁকা জায়গা ছোট করে দিতে এবং কিছু ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করতে। অবশ্য একথা মানতেই হবে '৮৬-র মারাদোনা এবার অনেক শ্লথ। কনডিশনিং এর পিক পয়েন্ট নেই। অবশ্যই শুধু মারাদোনা নয় এবারের সম্ভাব্য ষ্টারেরা প্রায় সবাই ব্যর্থ তাঁদের চূড়ান্ত ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনে। ১৯৯০ এর বিশ্বকাপে চূড়ান্ত পর্বের লীগ ম্যাচে অংশ নেয় চব্বিশটি দেশ তাদের ভাগ করা হয় ছয়টি গ্রুপে প্রতি গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের এবং তৃতীয় স্থানের প্রথম চারটি মোট ষোলটি দল দুটো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশ নেয় নকআউট পর্যায়ের খেলায়। ফেভারিট দলগুলির মধ্যে ছিল—পঃ জার্মানি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইতালী, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি কিন্তু সমস্ত হিসেব ভুল প্রমাণিত করে ঝড়ের মতো উঠে এলো আফ্রিকার কালো সিংহের দল ক্যামারুণ। কোন প্রশংসাই তাদের ক্ষেত্রে বেশী নয়। পেশাদারী ফুটবলে অনভিজ্ঞ দলটি প্রথম দিনেই চমকে দিল আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে। (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী

সাগরদীঘি : এই থানার বন্যেশ্বর বিষ্ণুচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্প্রতি এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গুড়া পাশলা এস কে শিক্ষানিকেতনের প্রধান শিক্ষক ও বহরমপুর রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্রের পরিচালক এবং অধ্যাপক ডঃ শম্ভুনাথ সরকার, বোখারা হাজী জুবেদ আলী বিদ্যাপীঠের শিক্ষক জনাব আবদুর রাকিব। ডঃ সরকার সৈনিক কবি নজরুল' এবং 'পল্লীর কবি রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

ধর্মঘটী রেশন ডিলারদের শো কজ নোটিশ

পশ্চিম বাংলার আংশিক রেশন ডিলাররা গত ২ জুলাই থেকে তঁদের ১৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন করছেন। ফলে তাঁরা কোন মাল তুলছেন না। এর জন্য তাঁদের কারণ দর্শানোর নোটীশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন রেশন ডিলার উক্ত শো কজের নোটীশ গ্রহণ করেননি বলে খবর। শো কজ নোটীশে নাকি বলা হয়েছে, কেন তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে না তা উক্ত নোটীশ প্রাপ্তির পাঁচ দিনের মধ্যে জানাতে হবে, নইলে রেশন দোকানের লাইসেন্স বাতিল করা হবে। বর্তমানে রেশনের চাইতে খোলা বাজারেই চাল, গমের দাম কম। ফলে অধিকাংশই রেশন থেকে চাল গম তুলছেন না। রেশনে গমের দাম ২-৭১ টাকা আর খোলা বাজারে ২-৬০ টাকা। রেশনে নিম্নমানের আতপ চাল ৪-২০ টাকা অথচ খোলা বাজারে মোটা ভাল চালের দাম ৪ টাকার মধ্যে। তাতেও আবার চাল থাকে তো গম থাকে না, গম থাকে তো চাল থাকে না। কখনও কখনও দু'টাই এক সঙ্গে উধাও। চাল গমের সঙ্গে সঙ্গে চিনিও অন্তর্ধান হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের রেশনে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন চাল দেওয়া হয় না। বাংলার বাইরের নিম্ন-মানের আতপ চাল দেওয়া হয়। রেশন ব্যবস্থা প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ খবরে জানা যায় ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছে এবং ডিলারদের উপর থেকে শাস্তিমূলক প্রস্তাবও বাতিল করার কথা ঘোষিত হয়েছে।

সি পি এস এম আয়োজিত পরীক্ষার ফল

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি সেন্টার ফর পেডাগোজিক্যাল ষ্টাডিজ ইন ম্যাথামেথিকস্ আয়োজিত এ্যাচিভমেন্ট কাম ডায়াগনেষ্টিক টেষ্ট ইন ম্যাথামেথিকস্ এর ১৯৯০ সালের ফল প্রকাশ হয়েছে। বোখারা হাই স্কুল সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ এ প্লাস গ্রেড পেয়েছে স্থানীয় বয়েজ স্কুলের অনির্বাণ চক্রবর্তী ও শুভদীপ রায়। বন্যেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের পলাশ দত্ত, সাগরদীঘি বয়েজের সৈয়দ পাপিয়া নেওয়াজ এবং গার্লস এর সৈয়দ সুহানা তবসুক। এ ছাড়াও ২৮ জন এ গ্রেড এবং ১২ জন বি-প্লাস গ্রেড পেয়েছে বলে জানা যায়। খবর আগামীবার রঘুনাথগঞ্জ ঐ সেন্টার করার চেষ্টা চলছে।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে বিধবার মৃত্যু

জাঙ্গপুর : গত ৮ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বড়জুমলা গ্রামের জনৈকা পূর্ণিমা ভাস্কর (৩৮) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান বলে খবর। ৯ জুলাই ভোরে বাড়ীর টালের ছাদ দিয়ে আগুনের ধোঁয়া দেখে গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ টাল তুলে ঘরে ঢুকে মৃতার দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় পূর্ণিমার স্বামী বেশ কিছুদিন আগে মারা যান। পূর্ণিমার স্বভাব চরিত্র ভাল না থাকায় শ্বশুর বাড়ীতে বনিবনা হচ্ছিল না এবং সে শ্বশুর বাড়ী ত্যেঘরী ছেড়ে এখানে বাস করতে থাকে। অনেকেই সন্দেহ করছেন এই মৃত্যুর সঙ্গে কোন রহস্য জড়িয়ে আছে। এ ব্যাপারে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ধান চাষে আগাছা নাশক প্রশিক্ষণ

নিজস্ব : গত ৮ জুলাই মালদহ রবীন্দ্র ভবনে মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও পঃ দিনাজপুর জেলার চাষীদের নিয়ে ধানী জমিতে আগাছা নাশক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জঙ্গিপুর মহকুমার বেশ কিছু ধান চাষী ঐ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মালদহ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক ভূপেন্দ্রকুমার মিত্র। অনুষ্ঠানে পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে কিভাবে ধান চাষ হয় তা ছায়াচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়। মালদা সুজাপুরের চাষী শা মোহাম্মদ এ্যারোজিন দিয়ে কিভাবে ধান চাষে বিকাশ ঘটে তা বর্ণনা করেন। কান্দির উত্তর ভাটপাড়ার অরবিন্দবিকাশ হাজরা ধান চাষে আগাছা নাশক এ্যারোজিন ব্যবহার করে সুফল পেয়েছেন বলে জানান। মুখ্য কৃষি আধিকারিক তাঁর ভাষণে বলেন এ্যারোজিন প্রয়োগ করলে আগাছা তুলে ফেলার জন্য মজুর নিতে হবে না এবং তাতে খরচ কমবে। প্রয়োগের নিয়ম বিধি সম্বন্ধে তিনি বলেন, ধান রোয়ার তিন দিনের মধ্যে এ্যারোজিন ৫০০ মিলি ১৫০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। অথবা এক মণ বালিতে মিশিয়ে এক একর জমিতে ছড়াতে হবে। তাহলে ধান পাকা পর্য্যন্ত কোন আগাছা জন্মিবে হবে না।

ষ্টপেজের দাবীতে পথ অবরোধ পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা

আহিরণ : গত ১১ জুলাই এক্সপ্রেস বাস ষ্টপেজের দাবীতে সুতী থানার মহেশাইল গ্রামে গ্রামবাসীরা বেশ কয়েক ঘণ্টা পথ অবরোধ করে। সকাল থেকে পথ ঘেরে থাকায় যান জট বিরাট আকার ধারণ করে। অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা ঐ জটে পড়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে। পরে পুলিশ এসে রাস্তা অবরোধ মুক্ত করে। এর ফলে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছুতে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী হয়।

বিজ্ঞপ্তি

অবৈতনিক হিন্দী শিক্ষা। ভর্তি চলিতেছে। রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল। প্রতি রবিবার বৈকাল ২-৩০টা হতে ৪-৩০টা পর্য্যন্ত। ক্লাস চলাকালীন যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচের শিল্পীদের প্রশিক্ষণ শিবির

স্থানঃ রাণাঘাট

সময়ঃ ২২ জুলাই, ১৯৯০ থেকে ৫ আগষ্ট, ১৯৯০ পর্যন্ত

সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হবে। শিবির চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দৈনিক ২৫-০০ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হবে। থাকা খাওয়া দায়িত্ব সরকার বহন করবে। সাক্ষাৎকারের সময়ে শিক্ষার্থীদের পুতুল নাচের প্রদর্শন করে দেখাতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম নিজেদের সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

সাক্ষাৎকারের সূচীঃ

(ক) ডাঙের পুতুল ও বেণী পুতুল নাচের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের জন্য ১৮ জুলাই, ১৯৯০, বেলা ১১টা। স্থান রাজ্য লোক সংস্কৃতি সংগ্রহশালা', ১, সত্যেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৪ (বেহালা ট্রাম ডিপোর পাশে)।

(খ) তারের পুতুল নাচের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের জন্য ২০শে জুলাই ১৯৯০, বেলা ১১টা। স্থানঃ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, রাণাঘাট।

রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদের সদস্য সচিবের উদ্দেশ্যে লেখা আবেদন পত্রসহ আগ্রহী শিল্পীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হতে হবে।

বিশ্বকাপ ফুটবল ১৯৯০

(২য় পাতার পর)

হারালো রুমানিয়া ও কলম্বিয়াকে কোয়াটার ফাইনালে ইংলণ্ডের কাছে পরাজিত হোল ৩—২ গোলে। তার মধ্যে দুটি গোল তাদের গোলে ঢোকে পেনাল্টির দৌলতে। হেরে গেলেও দুনিয়ায় সকল ফুটবল প্রেমীর মনে একটি গভীর দাগ কেটে গেল ক্যামারুণ। আবার উল্টো ঘটনা ঘটল সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে। এই টিমটির কাছ থেকে ভাল খেলার প্রতিশ্রুতি সকলেই আশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে গ্রুপ লীগে একটি মাত্র খেলায় জয়লাভ করে সর্ব নিম্ন স্থান লাভ করে বিদায় নেয়। এও এক অঘটন ইতালিয়া '৯০-তে। বিশ্বকাপের আসর মানেই কারও পতন কারও উত্থান। নামীদামী হারিয়ে যায় অনামীরা আসে পাদপ্রদীপের আলোয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গুলিত, মারাদোনা, ভিয়াল্লি, বাসতেন, কারেকা, জনষ্টন, রবসন-রা যেমন পারেনি নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে তেমনি নতুন নক্ষত্র হয়ে উঠে এসেছে গায়কোশিয়া রজার মিল্লা, ব্রেমে, শিলাচ্চি, দোনাদোনি, হাজির মত খেলোয়াড়। সবশেষে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে একমাস ধরে রাত্রি জাগরণের কষ্ট স্বীকার করে এবারের বিশ্ব কাপের আসরে প্রথা প্রকরণ গড় নোতুনত্বের স্বাদ পাওয়া গেল না। চোখে ধরেনি ব্যক্তিগত স্কীলের ছোটখাটো যাদু যা বিগত আসরগুলিতে দেখা গিয়েছিল।

আহ্বান জানালেন

(১ম পাতার পর)

যাচ্ছে যেসব পাওনা বিল এখনও ঠিকাদার বা অন্যান্য সংস্থা পাননি সেগুলি মিটিয়ে দিলে পুরসভার ফাণ্ডে আর কোন অর্থই থাকবে না। এমন কি শেষতক পুর কর্মচারীদের বেতন দেওয়াও সম্ভব হবে না। উপ পুরপতি অশোক সিংহ তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রাক্তন উপ পুরপতি আতাউর রহমান নিজ এলাকার জন্য নিজে দরখাস্ত করে আবার নিজেই তা অনুমোদন করে নিজেই চেকে সই করে কয়েক হাজার টাকা নিয়েছেন। অন্য এক কমিশনার ইন্দ্রচন্দ্র সাহাকেও কোন একখাতে খরচের জন্য ২৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর এলাকার জনগণ নাকি লিখিত অভিযোগ করেছেন। তিনি ঐ টাকা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে পৌরসভার জনৈক পূর্ত্ত বিভাগীয় কর্মচারীও নাকি বেআইনীভাবে ১৫ হাজার টাকা নিয়েছেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ইউসুফ হোসেন, বি জে পির ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, কংগ্রেসের যুব নেতা নুরুল খাঁন সুতি ব্লক কংগ্রেস সভাপাত হোসেন আলি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা সকলেই বলেন —নির্বাচনে হেরে গিয়ে ক্ষিপ্ত সি পি এম ক্যাডার ও গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। সি পি এমকে ভোট না দেওয়ার অপরাধে ৪নং ওয়ার্ডের লোকমান ড্রাইভারকে মারধোর ও তাঁর বাড়ীঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। নতুন বাজারের ডাঃ মোজাম্মেলকেও মারধোর করা হয়েছে বলে জানা যায়। এ সবের প্রতিকারের জন্য স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য চেয়েও পাওয়া যায়নি। উপরন্তু অভিযোগকারীদেরই মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁরা বলেন বিগত কয়েক বছরে জনগণ সি পি এমের স্বজনপোষণ ও দলতোষণ নীতিতে এবং সি পি এমের ধান্দাবাজ, মুখোশধারী, দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়েই তাঁদের পুরসভায় পরাজিত করে প্রতিশোধ নিয়েছেন।

গুলি থেকে গোলা

(১ম পাতার পর)

লোকদের উপর বোমা ছুঁড়লে তারাপদর দলের উত্তম ঘোষ বোমার আঘাতে আহত হয়। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

কিশোরী ধর্ষিতা
পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় কেউই গ্রেপ্তার হয়নি

গনকর : গত ১২ জুলাই রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার সন্তোষপুর গ্রামের দিন-মজুর অনিল দাসের কিশোরী কন্যা পদ্মা (১৩) ধর্ষিতা হয়। প্রকাশ, ঐ গ্রামের অন্য সম্প্রদায়ের তিন যুবক ঘরে ঢুকে অনিল দাস ও তাঁর স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে পদ্মাকে পর পর ধর্ষণ করে। অনিল দাস গ্রামের মাতব্বরদের সমস্ত ঘটনা জানিয়েও কোন ফল পাননি। বরং দুর্বৃত্তরা শাসানী দেয় থানায় গেলে তাঁদের খুন করে ফেলা হবে। শেষ পর্যন্ত ১৪ জুলাই ভোর রাত্রে অনিল, তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে থানায় এসে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু থানা কোন ব্যবস্থা নেয়নি ও কাউকে গ্রেপ্তারও করেনি। পদ্মাকে কেন সেদিনই হাকিমের কাছে বা মেডিক্যাল টেষ্টের জন্য পাঠানো হলো না, বি জে পি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি দিতে পারেননি। ১৫ জুলাই পদ্মাকে এস ডি জে এমের কাছে পাঠানো হলে তিনি তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে তিন আসামী বাকির সেখ, ভুলু সেখ ও ফেলু সেখের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করেন ও যাতে আসামীরা কোন কোর্ট থেকে আগাম জামিন না পান সে সম্বন্ধেও আদেশ দেন।

তিন জুয়ারী গ্রেপ্তার

(১ম পাতার পর)

পেয়ে পুলিশ ঐ এলাকাতেও কড়া নজর রেখেছে। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ পুরসভার সুপার মার্কেটটি রাত্রে অসামাজিক কাজকর্মের আখড়া হয়ে উঠেছে। পুরসভার গেষ্ট হাউসে যখন কেউ থাকে না তখন নাকি ঐ ঘরে ভি. সি, আর চালিয়ে মদ খেয়ে মেয়ে নিয়ে ফুর্ত্তির ঘটনাও ঘটে। পুর নাইট গার্ডের এ ব্যাপারে সহযোগিতা আছে বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। আরোও খবর, শহরের গাড়ীঘাটে, মিঠিপুরের বাগানে, বাজারে প্রকাশ্যে জুয়ার আসরের খবর পাওয়া যায়। দিন দিন জুয়ার ঘটনা বেড়ে চলেছে ও সঙ্গে বাড়ছে ছিঁচকে চুরি।

স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা নির্মাণ

(১ম পাতার পর)

বর্তমানে সি পি এমের সমর্থক। স্থানীয় ফঃ ব্লক কর্মীরা গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় স্বেচ্ছাশ্রমে ঐ এক কিমি রাস্তা আবার নির্মাণ করে গ্রামবাসীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছেন।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অচ্যুতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত